‘চিট ফাণ্ড’ কেলেঙ্কারি ঃ ফাটকা কারবার—সর্বস্বান্ত মানুষ জড়িত দলীয় রাজনীতি-সরকার-রাষ্ট্র লঙ্ঘিত মানবাধিকার, আইনী অধিকার

১৬ জুন ২০১৩ কলকাতা স্টুডেন্টস হলে এপিডিআর আহূত নাগরিক কনভেনশনে উত্থাপিত প্রস্তাব

সম্প্রতি জনমানসে ‘চিট ফাণ্ড’ নামে পরিচিত অর্থলগ্নী সংস্থার দুর্নীতি নিয়ে পশ্চিমবাংলা আলোড়িত। প্রথমে সারদা গোষ্ঠী নামে একটি সংস্থার অধীন প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে হৈ চৈ শু(হলেও সরকারী পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে এ রকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় তিনশো। কত মানুষ, কে কী ভাবে প্রতারিত/(তিগ্রস্ত হয়েছেন, তার সঠিক কোনো সংখ্যা কেউ-ই জানে না। যাদের কাছে এসব তথ্য থাকার কথা—সেই প্রশাসন ও সরকারের প্রশ্রয়ে এই সব বেআইনী কারবারের বাড়বাড়ন্ত বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে এ রকম বেআইনী কাজকর্ম বন্ধ করার যেটুকু আইনী ব্যবস্থা আছে তাকে নিস্ি(য় রাখার কাজে এবং আইনের ফাঁক-ফোকরগুলি ব্যবহার করতে সরকারী এবং রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তি(রা জড়িত। ঐ সব বেআইনী অর্থলগ্নী সংস্থার ছড়ানো ‘পনজি’ (PONZI) জালে আটক হয়েছেন প্রতারিতরা। একই রকম ভাবে **তাদের সুনিপুণভাবে সাজানো মাকড়সার জালের মত দুর্নীতির জালে জড়িত মন্ত্রী-এমপি-রাজনৈতিক দলের নেতারা, সরকার, প্রশাসন ও পুলিশের কেষ্ট-বিষ্টুরা, সাংবাদিক-মিডিয়া মালিক, কোনো কোনো অভিনেত্রী বা চিত্রকর ‘বিদ্বজ্জন’, ফুটবল ক্লাবের কর্তা, এমন কী অবসর পাওয়া সেনা অফিসাররাও। এঁরা সকলেই সাধারণ মানুষকে ঠকানো টাকার ভাগ ও অন্য সুযোগ-সুবিধা পেয়ে ঠগবাজিতে সাহায্য করেছেন।** এঁদের দেখিয়ে প্রতারকেরা সাধারণ মানুষের আস্থা পাবার চেষ্টা করেছে।

এ ধরনের সংস্থাগুলি যে সব অন্যায় আর বেআইনী কাজ করছে, তা যাঁরা বোঝেন, তাঁদের কথায়, চিঠিতে কেউ কান দেয়নি। দেয়নি সরকার—কেন্দ্রের-রাজ্যের, এখনকার-আগেকার। কান দেয়নি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সেবির মত যে সব সংস্থার অর্থনৈতিক কাজকর্ম দেখাশুনো করার কথা তারাও—তাদের কর্তাদেরও কেউ কেউ ঠগবাজির টাকার সাদা খাম নিয়মিত পেয়ে এসেছে বলে অভিযোগ। **এপিডিআর মনে করে এ সবই হল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অনুসৃত নয়া উদারনৈতিক ফাটকা অর্থনীতির, বিশ্বায়নের বিষময় ফল।**

অন্যায়, বেআইনী কাজকর্মের ব্যাপারে শুধু চোখ বুজে থেকে তা চলতে দেওয়াই নয়, সরকারের—রাজ্য ও কেন্দ্রের নেওয়া নানা রকম ব্যবস্থা সাধারণ মানুষকে বন্যজন্তু শিকারের কায়দায় ‘খেদিয়ে’ প্রতারকদের ফাঁদে ঠেলে দিয়েছে। গরীব মানুষ, সাধারণ মানুষ বেশীর ভাগের কোনো স্থায়ী আয় নেই, নিশ্চিত ভবিষ্যত নেই। চিকিৎসার যেটুকু সরকারী ব্যবস্থা ছিল, বিশ্বায়নের খোলা বাজারে তা ত্র(মশ অদৃশ্য। শি(া(ত্রে বেসরকারীকরণ আর অব্যবস্থার ধাক্কায় ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর কথা ভাবলে তার জন্যে মোটা খরচ। অসময়ের প্রয়োজনে, সম্ভব হলে, মানুষকে সঞ্চয়ের কথা ভাবতেই হয়। সাধারণ চাকুরে মানুষের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে নিজের জমানো টাকাও মালিকরা মেরে দেয়। আইনে থাকলেও একজনেরও শাস্তি হয় না। চাকুরীজীবীর পেনসন উঠে যাচ্ছে। আর অসংগঠিত ((ত্রে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের কাজেরই কোনো নিশ্চয়তা নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই যিনি পারেন, কিছু সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন।

একদিকে এই প্রয়োজন, আরেক দিকে সমস্ত সরকারী প্রকল্পে প্রদেয় সুদের হার ৩.৫ থেকে ৮.৫ %। আর প্রকৃত মূল্যবৃদ্ধির হার ১০ % এর বেশী। ফলে যে টাকা জমা রাখা হয় মেয়াদ শেষে প্রকৃত মূল্যে তার থেকে কম পাওয়া যায়। এ রকম অবস্থায় **চিটফাণ্ডওলারা নেতা-মন্ত্রী-পুলিশি-সরকারি কর্তাব্যক্তি(-ফিল্মস্টারদের সামনে রেখে সাধারণ মানুষের গ্রামের/পাড়ার / পরিবারের কাউকেব্যবহার করে লোভ দেখিয়েছে। সাধারণ মানুষ সেই প্রলোভনের ফাঁদে পড়েছেন।**

একই সঙ্গে জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দিতে ব্যর্থ সরকার কর্ম(ম মানুষকে এজেন্টের কাজ নিয়ে প্রতারকদের দালালে পরিণত হতে বাধ্য করেছে। আবার তাকে কর্মসংস্থান বলে প্রচারও করেছে (না হলে ‘পরিবর্তনে’র পর ল(ল(কর্মসংস্থানের হিসাবও যে মেলে না)। গ্রামের মানুষের সামনে স্থায়ী কর্মসংস্থানের কোনো সম্ভাবনা নেই। একশো দিনের কাজের (যা আসলে একটি ত্রান প্রকল্প) পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার আসলে সাময়িকভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাচ্ছে।

সরকারের দায়িত্ব ছিল মানুষকে সতর্ক করা—সরকার তা করেনি, করেনি সরকার অ(ম বলে নয়। এপিডিআর দেশের তথ্যাভিজ্ঞ অনেকের সঙ্গে একমত যে, পরিকল্পিতভাবেই মানুষকে এই সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ঠেলে দিয়েছে তারাই যারা কেন্দ্রীয় সরকারের এ পর্যন্ত ধরা পড়া ২৮০ ল(কোটি টাকা আর রাজ্য সরকারগুলিরও অন্তত একই পরিমাণ আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত(, তার বখরা পায়। ব্যাঙ্ক/এলআইসির মত প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষের জমা রাখা অন্তত দেড় ল(কোটি টাকা এ সব শিল্পপতিরা ধার নিয়ে ফেরত দেয়নি। দেশের মানুষের কত ল(কোটি টাকার সম্পদ বিদেশে কালো টাকা হয়ে জমা আছে আমরা

জানিনা। তাদের শাস্তি /সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত—এ সব তো দূর অস্ত, তাদের নাম পর্যন্ত সরকার প্রকাশ করবেনা। কারণ ঐ সব লোক বা তাদের প্রতিনিধিরাই সরকার চালায়, কে কোন পদে বসবে তা ঠিক করে দেয়। কোল গেট, টু-জি, হেলিকপ্টার এসব কেলেঙ্কারি নিয়ে মাঝে মাঝে কিছু দিন হৈ চৈ হয় । তদন্ত হয়। তদন্ত করে বা করবে কারা ? এপিডিআর-এর এবং সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা হল দেশে এমন কোনো তদন্তকারী সংস্থা নেই যা নিরপে(, স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে। কখনো সখনো কমিশনও বসে। কমিশনের রিপোর্ট সরকারে (মতাসীন দলের বা কর্পোরেট শিরোমণিদের মনপসন্দ্ না হলে তা দিনের আলোই দেখতে পায় না।

সাম্প্রতিক সময়ে 'চিট ফাণ্ড' নিয়ে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে সরকার যে বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রতি তার আইনী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ এটা বলার অপে(া রাখে না। এপিডিআর বিষয়টিকে সাধারণ মানুষের অধিকারের বিষয় হিসেবেই দেখছে। (তির ধাক্কা আর আঘাত সামলাতে না পেরে ইতিমধ্যেই সতেরো জন মানুষ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। একজন খুন হয়েছেন, আরো একাধিক খুনের আশঙ্কা ও অভিযোগ রয়েছে। বিপুল সংখ্যক মানুষের আইনী অধিকার, মানবাধিকারের এই ব্যাপক উল্লঙ্ঘনের সামনে রাজ্য সরকার তার দুর্নীতিগ্রস্ত সহযোগীদের র(া করার জন্য ন্যক্কারজনক ভূমিকা নিয়েছে। এতে শেষ পর্যন্ত অপরাধীরাই লাভবান হবে এমন আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের নিরাপত্তার সঙ্গে তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তা এবং শেষ পর্যন্ত সাধারণ নিরাপত্তা ও জীবনের অধিকারের প্র(জড়িয়ে রয়েছে। এই অধিকার র(ায় সরকার সাংবিধানিকভাবে দায়বদ্ধ।

ঘটনাবলী দেখিয়ে দেয় সরকারের কাজকর্মে অপরাধীরা নিজেদের আড়াল করার সুযোগ পাচ্ছে। সরকার একটা কমিশন তৈরী করেছে। পুলিশ-সিআইডি তদন্ত শু(করেছে। অতীত এবং সাম্প্রতিক সব গু(ত্বপূর্ণ ঘটনাতেই দেখা যায় এই সব তদন্তের মূল ল(্য থাকে (মতাসীন সরকারের পছন্দসই একটা রিপোর্ট তেরী করা (না হলে দময়ন্তী সেন হয়ে যেতে হয়)। সিবিআই তদন্তের দাবিও উঠেছে। বর্তমানে (মতাসীন রাজ্য-কেন্দ্র সরকারের সম্পর্কের সমীকরণে রাজ্য সরকার এই তদন্ত নিরাপদ মনে করছে না। এই পরিপ্রে(তে স্বাভাবিকভাবেই এই প্র(উঠে আসছে যে কমিশন-সিআইডি-সিবিআই এ সবের নীট ফল শেষ পর্যন্ত শূন্য হবে কী না।

দেশের জল-জমি-জঙ্গল দেশের মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে 'উন্নয়নে'র নামে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র যে চেষ্টা চালাচ্ছে, সাধারণ মানুষের আর্থিক সম্পদ লুট করার এই 'চিট ফাণ্ডী'য় উদ্যোগ তারই আর একটা রূপ বলেই এপিডিআর মনে করে। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে 'চিট ফাণ্ড' মালিকরা জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সরকারী সম্পত্তি লুটের সঙ্গেও জড়িত।

এই পরিপ্রে(তে আজকের নাগরিক কনভেনশন দাবি করছে ঃ

- **'চিট ফাণ্ড' কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুত্ত(সমস্ত রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী-এমপি-পুলিশ কর্তা আমলা সহ ঐ সব প্রতারক সংস্থার মালিকদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।**
- **জড়িত ব্যত্তি(দের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে (তিগ্রস্ত মানুষদের (তিপূরণ করতে হবে।**
- **সমস্ত মানুষ যাতে সম্মানজনকভাবে জীবিকা অর্জনের সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকার ভোগ করতে পারেন রাষ্ট্রকে তার জন্য যথোপযুত্ত(কর্মসংস্থান করতে হবে।**
- **প্রচলিত আইনগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করে এ ধরণের প্রতারণা বন্ধের ব্যবস্থা নিতে হবে।**
- **সরকারী স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পগুলিকে এমন ভাবে পুনর্গঠন করতে হবে যাতে প্রকল্পের আয় সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করে এবং যাতে তাঁরা প্রতারকদের খপ্পরে না পড়েন। সেগুলি যাতে সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে থাকে তার জন্য ডাকঘর ও ব্যাঙ্কের স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প প্রসারিত করতে হবে।**

একই সঙ্গে সংগঠিত অর্থনৈতিক অপরাধ নাগরিকের নিরাপত্তার অধিকারের উপর বিশেষত অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারের উপর যে আত্র(মণ চালাচ্ছে সে বিষয়ে সমস্ত মানুষকে সচেতন হতেও এপিডিআর আহ্বান জানায়।

এপিডিআর এর প(কার্যকরী সভাপতি অমিতদ্যুতি কুমার কর্তৃক উত্থাপিত।